The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 9, No. 18, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

কবি কৃষ্ণদাসের স্বরূপ বর্ণনা পুথির পাঠোদ্ধার ও পাঠপর্যালোচনা

মো. বাকীবিল্লাহ*

Abstracts: The medieval period of Bangla literature has a great heritage with aesthetic diversity. However, a range of texts of this period are yet to be explored and analyzed. The University of Dhaka alone has preserved near about 30,000 manuscripts till present date and most of them are still unread. This reality works as a background inspiration to edit the manuscript of *Swarup Barnana*. The theme of this manuscript is related to the religious rituals and customs of early Baishnavas. Along with this, the evolutions of ancient Bangla writing styles as well as the paleographical attributes of Bangla script, development of Bangla orthography and the poetic diction have also been briefly observed in this essay. The contribution and the aesthetic excellence of the writer Krishnadas are also studied in this paper.

কবি-পরিচয়

কৃষ্ণদাস, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি নামের প্রধান সমস্যা পরিচয়ে, কেননা মধ্যযুগে অন্য অনেক কিছুর মতো সাহিত্যও ছিল ধর্মাশ্রিত, কবি-সাহিত্যিকগণ স্বতন্ত্র পরিচয় প্রদানের চেয়ে ধর্মীয় প্রভাব-ভক্তির কারণে নিজেকে দেব-দেবীর দাস বা ভক্ত পরিচয় প্রদানেই বেশি গৌরবের মনে করতেন। তাই কৃষ্ণদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি নাম যে কবিদের প্রকৃত নাম নয়, বরং দেবতার প্রতি একান্তই ভক্তির লক্ষণ স্বরূপ ধারণকৃত নাম, তা বলা চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় শুধু কৃষ্ণদাস নামাঙ্কিত আশিটির বেশি পুথি সংরক্ষিত আছে– *স্বরূপপ্রকাশ (১১১০ বঙ্গাব্দ), ভজনতত্ত্ব (১১৮৩ ব.), রসকল্পতরু (১১৮৫ ব.) প্রেমভক্তি রত্নাবলী (১১৯৮ ব.), গোপিকা মোহন (১২০২ ব.), অক্রূর সংবাদ (১২০৪ ব.), নিমাই সন্ন্যাস (১২১১ ব.), গোবিন্দ পুরাণ (১২১৫ ব.), স্বরূপ বর্ণনা (১২১৪ ব.), দশ অবতার (১২২৭ ব.), প্রহ্লাদ উপাখ্যান (১২২২ ব.), স্বরূপ নির্ণয় (১২৪২ ব.), অমৃত রসময় চন্দ্রিকা (১২৫৭ ব.), মহাপ্রভুর প্রলাপ (১২৬২ ব.), কণ্বমুনির পুরাণ (১৩৮০ ব.)* ইত্যাদি ছাড়া আরও বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ পুথি রয়েছে যেগুলোতে লিপিকালের উল্লেখ নেই। এর বাইরে আরও কতগুলো পুথি আছে যেগুলো খণ্ডিত। কৃষ্ণদাসের *স্বরূপ বর্ণনা* নামে ৮/৯ টি এবং *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* নামে ছোট-বড় অনেকগুলো পুথি রয়েছে। বৈষ্ণবকাব্য, বৈষ্ণবতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ

* প্রভাষক, ফোকলোর বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

কাহিনি, পদাবলি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পুথিগুলো রচিত। কিছু পুথির লিপিকাল কাছাকাছি হলেও অনেকগুলোর মধ্যে রয়েছে শতবর্ষের বেশি ব্যবধান। এসব বিবেচনায় বলা চলে, প্রাপ্ত উক্ত পুথিসমূহের রচয়িতা একজন কৃষ্ণদাস যেমন নন, তেমনি লিপিকরও যে অনেকজন তাতে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণদাস ছাড়াও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, গোবিন্দ কৃষ্ণদাস, শ্রী কৃষ্ণদাস ভৈরবী নামাঙ্কিত নানা পুথি রয়েছে। এঁদের মধ্যে *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* রচয়িতা কৃষ্ণদাসই সমধিক খ্যাত, যিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামেই বেশি পরিচিত। কৃষ্ণদাসের নামের সঙ্গে যে *কবিরাজ* শব্দটি যুক্ত হয়েছে তা তাঁর উপাধি হতে পারে, মূল নামের অংশ নয়; অবশ্য কে তাঁকে এই উপাধি দিয়েছেন তার প্রমাণ নেই। মধ্যযুগের এই দার্শনিক কবির (অসিত, ২০১১ : ২৭০) পরিচয় বিশেষ জানা যায় না। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের* পঞ্চম পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বলা আছে, বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট নৈহাটি গ্রামে ছিল তাঁর বাস। কৃষ্ণদাসের জন্ম দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ ও বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দ (অসিত, ২০১১ : ২৭২)। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিনটি; সংস্কৃতে দুটি– *গোবিন্দলীলামৃত* ও *সারঙ্গরঙ্গদা* এবং বাংলায় একটি *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। কৃষ্ণদাসের বৃদ্ধকালে রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল নিশ্চিত করে বলা না গেলেও অসিতকুমারের অনুমান এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৯২ খ্রিষ্টাব্দের পর (অসিত, ২০১১ : ২৮০)। 'স্বরূপবর্ণনা' পুথির পুষ্পিকায় উল্লিখিত লিপিকাল ১২১৪ সাল (বঙ্গাব্দ),। গ্রন্থাধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

একদিন দুঃখে কুঞ্জে বসি তিনজন।
আজ্ঞা হৈল শ্রীরূপের সুনহ বচন ॥
মোর ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ে শ্রী জিব গোসাঞী।
গ্রন্থের অধিকার দাও তাহারে আনাঞি ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব : ঢাবিপু/ পৃ. ৯খ)

এ নিশ্চয় কবির স্বপ্নাজ্ঞা, লিপিকরের নয়। শ্রী রূপ গোস্বামী কবিকে আদেশ করেছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী জীব গোস্বামীকে গ্রন্থের অধিকার দেওয়ার জন্য। একথার অর্থ, কবি কৃষ্ণদাস জীব গোস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন। সনাতন ও রূপ দুভাই হুসেন শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের দেখা হওয়ার পর অন্তরে এমন বৈরাগ্য ভাব উদিত হয় যে, দুজনেই রাজবৃত্তি পরিত্যাগ করে চৈতন্যের অনুগামী হন। এঁদের ছোট ভাইয়ের পুত্র জীব, যিনি চৈতন্য-উত্তরকালে বৈষ্ণব সমাজ-দর্শন-তত্ত্বের প্রধান নিয়ামক শক্তি বলে গৃহীত হয়েছিলেন (অসিত, ২০০৯ : ৮৩)। সুতরাং কবি কৃষ্ণদাসকে চৈতন্য বা চৈতন্য-উত্তরকালের মানুষ মেনে নিলে বর্তমান *স্বরূপ বর্ণনা* গ্রন্থের লিপিকরের নাম নেই। অর্থাৎ এই কৃষ্ণদাস *স্বরূপ বর্ণনা* গ্রন্থের রচয়িতা-কবি। অবশ্য এ কাব্যে কৃষ্ণদাসের নাম উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় নেই।

স্বরূপ বর্ণনার কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়ই ষোল শতকের কবি। অবশ্য চৈতন্য বা চৈতন্য-উত্তরকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভিন্ন অন্য কোন বিখ্যাত ভক্ত বা কবি কৃষ্ণদাসের সাক্ষ্য ইতিহাসে মেলে না। আবার এমনও হওয়া অসম্ভব নয়, কোন অখ্যাত কবি নিজের লেখাকে কৃষ্ণদাসের নামে চালাতে চেয়েছেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* ও *স্বরূপ বর্ণনায়* কবিদ্বয় বলেছেন :

শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥
(কৃষ্ণদাস, ১৯৮৯ খ্রি. : ১১)

এবং

শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
শ্রী চৈতন্য স্বরূপ বর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব. : ঢাবিপু/ ১০ ক)

কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-এর কিছু চরণে মিল থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাসের নামে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় আশির অধিক পুথি, পুথিগুলোর লিপিকালের মধ্যে বিস্তর ব্যবধ্যান, কৃষ্ণদাসের নামের কাছাকাছি রয়েছে অনেক সংখ্যক নাম, ভাষাগত পার্থক্য প্রভৃতি বিবেচনায় কৃষ্ণদাসের প্রকৃত সংখ্যা-পরিচয় নির্ধারণ করা সত্যিই দুরূহ।

পুথি-পরিচয়

কৃষ্ণদাসের *স্বরূপ বর্ণনা* কাব্যগ্রন্থটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় সংরক্ষিত। পত্র (ফলিও) সংখ্যা দশ, পৃষ্ঠা সংখ্যা উনিশ। প্রতি পৃষ্ঠায় পংক্তি সংখ্যা দশটি, পর্ব বিভাজন তিনটি–প্রথম ও শেষ পর্বে পংক্তি সংখ্যা তিনটি করে, মাঝের পর্বে পংক্তি সংখ্যা চারটি। পুষ্পিকা (colophon) থেকে জানা যায়, পুথিটি দুর্গপুর মোকামের শ্রী হরেকৃষ্ণ কর্ম্মকারের বাড়ির কাছারি ঘরে বসে লিখিত; লিপি সমাপ্তিকাল ৭ চৈত্র, ১২১৪ সাল (পুথির ও লিপির অবস্থা-প্রাচীনত্বের বিবেচনায় এই সালকে বাংলা সন বলা যায়) রোজ শনিবার বেলা এক প্রহর। পুরো পুথি কালো কালিতে লেখা। হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। পুথিটি হাতে তৈরি তুলট কাগজের, সেলাইবিহীন। পুথির অবস্থা ভাল। প্রতি পত্রের বাম পাশে দুবার, কখনও একবার বা উভয় পাশে পত্রাঙ্ক নির্দেশিত হয়েছে। পুথির দৈর্ঘ্য ২২.৩ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১২.৩ সেন্টিমিটার।

পুষ্পিকার স্থাননাম প্রসঙ্গ

স্বরূপ বর্ণনা পুথির পুষ্পিকায় স্থাননাম – দুর্গাপুর মোকামের উল্লেখ আছে। এছাড়া অন্য কোন স্থাননাম নেই। শুধু দুর্গাপুর নাম দ্বারা কোনো পরিচয় বের করা প্রায় অসম্ভব। কেননা এই নামে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে দুর্গাপুর বাজার, মোকাম, গ্রাম, উপজেলা, রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ডের নাম পাওয়া

যায়। তবে, 'ন জায়ে ত প্রাণ' এর শুরুতে না-বোধক শব্দটি চট্টগ্রাম, কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষারীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্রন্থটি সংরক্ষিত আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পুথিশালায়, কিন্তু পুথিটি কোথা থেকে সংগৃহীত তার কোন তথ্য সেখানে নেই।

আদেষ্টা-পরিচয়

কবি কৃষ্ণদাস তাঁর *স্বরূপ বর্ণনা* কাব্যে বেশ কয়েক জনের নাম অত্যন্ত ভক্তি সহকারে উল্লেখ করেছেন। তা থেকে অনুমান করা যায় কবি কেন বা কার আজ্ঞায়-কৃপায় পুথি রচনা করেছেন। যেমন :

১. পতি অধন আমি নিচ নিচাচারে।
প্রভু নিত্যা কৃপা করিল আমারে ॥
মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে।
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা কৈল তোরে ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব. : ঢাবিপু/ পৃ. ৮খ)

২. একদিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাশয়।
বোলহ গোবিন্দ লীলামৃত রসময় ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব. : ঢাবিপু/ পৃ. ৯ক)

৩. শ্রী রূপের আজ্ঞা তাহে রাধা কৃষ্ণ লীলা।
সুখে ব্রজবাসীগণ তাহা আচরিলা ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব. : ঢাবিপু/ ১০ক)

প্রাচীন-মধ্যযুগের কাব্যরীতির ধারাই ছিল, কবি তার পাঠক-শ্রোতাদের জানিয়ে দিতেন– দেব-দেবী, পির-মুর্শিদ অথবা কোন শাসকের নির্দেশে বা কৃপায় তিনি কাব্য রচনা করেছেন। কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের কৃপা-প্রসঙ্গ যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি ছয় মহাশয় তথা ষড় গোস্বমীর আজ্ঞা ভক্তিভরে স্মরণ করেছেন। তবে কোনো শাসক-প্রসঙ্গ-পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ নেই, যদিও পুথির রচনাকাল হুসেন শাহের রাজত্বকাল হওয়ায় সঙ্গত। দেব-দেবীর কৃপা কামনা করে কাব্য রচনা করার ধারা আধুনিক কালের কবি মধুসূদন দত্তের মধ্যেও দেখা যায় । যেমন :

হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
(মধুসূদন, ১৮৬৯ : পৃ. ২৮)

বিষয়

বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব। বিশ্বাস অনুসারে, বিষ্ণু সর্বশক্তির অধিকারী। বিষ্ণুর পূজারি সম্পর্কে প্রথম জানা যায় ঋগ্বেদে। উপাসকগণ বিশ্বাস করেন বিষ্ণু শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত (সুনীল, ১৯৮৫ : ৩৭) ভক্তি বৈষ্ণবদের প্রধান অবলম্বন। মহাভারতের শান্তিপর্বের বিষ্ণু উপাখ্যানেও ভক্তি প্রসঙ্গের পরিচয় রয়েছে। বাংলা অঞ্চলে চৈতন্যের আগমনের আগেও বৈষ্ণবধর্মের অস্তিত্ব ছিল। এবং তা ছিল গুপ্তযুগ ও গুপ্তযুগের আগে থেকেই। গুপ্ত রাজারা ছিলেন বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উপাসক (সুশীল, ১৯৬১ : ৮)। পাল রাজারা বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কিছু বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণ করেন। সেন আমলে এ অবস্থা আরো অনুকূল ছিল, ভক্তিচর্চার প্রসার ঘটেছিল (সুনীল, ১৯৮৫ : ৩৯)। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয় নব-বৈষ্ণবধর্ম। তাঁর আগমনের আগে বৈষ্ণবধর্ম কিছুটা অরাজকতার মধ্যে পড়ে। এ ধর্মমতের মধ্যে ঢুকে পড়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা আর বামাচারী প্রথার অবক্ষয়িত রূপ; তান্ত্রিকরা মুক্তি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কুমারী নারীকে সাধনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করত, যে রীতি বৈষ্ণবমতের মধ্যেও সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। পরে নারীকে আরো মহিমান্বিত করে দেখা হয় এবং সাধনায় সামগ্রিকভাবে নারী প্রাধান্য পায় (সুনীল, ১৯৮৫ : ৩৯)। নব বৈষ্ণবধর্মেও নারীকে সাধনসঙ্গী হিসেবে রাখার এই রীতি থেকে যায়। কৃষ্ণদাসের স্বরূপ বর্ণনা পুথির বিষয়বস্তুতেও সে প্রমাণ মেলে। শ্রীচৈতন্যের পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীহট্টে। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। তিনি বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপে গমন করেন এবং সেখানে শচী দেবীকে বিয়ে করে থেকে যান। তাঁদের প্রথম সন্তান বিশ্বম্ভর অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ করেন। শচী দেবীর কয়েকটি সন্তান মারা যাওয়ার পর ১৪০৭ শকাব্দে (১৪৮৬ খ্রি.) শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন (অসিত, ২০০৯ : ৭৭)। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল নিমাই, যৌবনে গৌরাঙ্গ বা গোরা, সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য–সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। ভক্তরা তাঁকে 'মহাপ্রভু' বলে ডাকত। ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে পিতৃপিণ্ডি দিতে গিয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হন এবং চব্বিশ বছর বয়সে কেশবভারতীর নিকট দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের জাত-পাত বর্জিত কৃষ্ণপ্রেম মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁর প্রধান দুই সঙ্গী। নানা স্থানে তাঁদের অসংখ্য ভক্ত জুটতে থাকে এবং অনেকেই পাপকর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণবমত গ্রহণ করেন। গৌড়ের কাছে রামকেলিতে তাঁর দুই ভক্ত জোটে সনাতন ও রূপ। এঁরা ছিলেন 'ষড়গোস্বামী'র প্রধান দুই জন। অন্যরা হলেন–রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব এবং গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও রঘুনাথ ভট্ট। সনাতন, রূপ, জীব–এঁদের গ্রন্থসমূহে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি পেয়েছে। বিশেষত, রূপ গোস্বামীই মূলত উত্তর-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণবমতকে নবনব গৌরব দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাসের 'স্বরূপ বর্ণনা' পুথি মূলত উত্তর-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্মকেন্দ্রিক কাব্য।

রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম এবং অদ্বৈত-নিত্যানন্দসহ গৌরভক্তবৃন্দের কল্যাণ কামনা করে গ্রন্থের সূচনা। এ কাব্যে চৈতন্য একজন অবতার, কৃষ্ণের আরেক রূপ, কখনো সে-রূপ রাধা-কৃষ্ণের সম্মিলিত আত্মা। নব্য চৈতন্য সম্প্রদায় ভারতীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র, ভক্তিবাদ ও রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের কাছে ঋণী। জয়দেবের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমভক্তি ও বিদ্যাপতির পদাবলির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত (সুশীল, ১৯৬১ : ১০)। দ্বাদশ শতক হতে বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবসাহিত্য রচিত হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য রাধাবাদে (শশীভূষণ, ১৩৮১ : ১)। বাস্তবেও শ্রীচৈতন্য এক পর্যায়ে শ্রীরাধার বেশ ধারণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে চৈতন্যদেব যখন তার গৌরাঙ্গে অরুণ বর্ণের বসন গ্রহণ করলেন তখন হতেই তিনি দেহমনে যেন রাধা হয়ে গেলেন। (শশীভূষণ, ১৩৮১ : ২৬১)। কৃষ্ণদাসের ভাষায় :

শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণায় নম ।
শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নম ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রোতাগণ শোন হইয়া এক মন।
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব : ঢাবিপু/ : ১ক)

অথবা

গৌরাঙ্গির রূপ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
তার ভাব তার কান্তি তার অঙ্গের ভূষণ ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব : ঢাবিপু : ১ক)

*শ্রী চৈতন্যচরিতামৃতে*ও বলা হয়েছে :

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্য বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
(কৃষ্ণদাস, ১৯৮৯ : ২১)

পাপে জীবকুল যখন বিনাশপ্রায় তখন তাদের 'তারণ' তথা উদ্ধারিতে আবির্ভাব ঘটে শ্রীকৃষ্ণের,। 'পরম সুন্দরী রাধা সখিগণে'র সঙ্গে আনন্দ-উল্লাসে সময় কাটে তাঁর, কিন্তু তিনটি অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। কবি জানাচ্ছেন :

তিন বর্ণ অভিলাষ নহিল পুন।
এহি হেতু অবতীর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব : ঢাবিপু ১ক)

কি সেই তিন অভিলাষ? যে অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় আবির্ভাব ঘটে শ্রী চৈতন্যের। 'স্বরূপ বর্ণনা' কাব্যে তা বলা নেই। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমত, কৃষ্ণ মনে করেন, সে নিজেই 'রসের নিধান' হওয়া সত্ত্বেও রাধিকার প্রেমে এমন কোন বল আছে, যা তাঁকে উন্মত্ত করে! 'নানা নৃত্যে নাচায়

উদ্ভট'! মহাপ্রভু চৈতন্য তা জানতে চান। দ্বিতীয়ত, 'কৃষ্ণ আদি স্ত্রী পুরুষ' রূপের আধার, যে 'রাধিকার পরম আশ্রয়'; চৈতন্য সেই কৃষ্ণ দর্শনে ব্যাকুল; যার জন্যে তিনি 'কোটি নেত্রে' অপেক্ষারত। তৃতীয়ত, চৈতন্য 'বিশুদ্ধ নির্মল' গোপীপ্রেম কামনা করেন; যা স্পষ্টত, কাম-লক্ষণ মুক্ত। প্রেম ও কামের পার্থক্যে কবি মনে করেন :

কাম ও প্রেম দোহাঁকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
(কৃষ্ণদাস, ১৯৮৯ : ২৫)

এই তিন আশা পূর্ণার্থে আবির্ভাব চৈতন্যের। সুখাভিলাষ ত্রয়ী পূরণের উপায় :

রাধিকার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥
(কৃষ্ণদাস, ১৯৮৯ : ২৯)

স্বরূপ বর্ণনায় অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীনিবাস, গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রাঘব, বক্রেশ্বর, রামানন্দসহ চৈতন্যের আরো অনেক ভক্তের নাম উল্লেখিত হয়েছে। যাঁরা প্রত্যেকেই এক জন করে সখীর নাম-পরিচয় বা গুণকীর্তন করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

ললিতার যূথ রত্নরেখা সখী নাম।
শ্রী আচার্য রত্নাবলি লিখি সাধক নাম ॥
রতিকলা নাম হয় আর এক সখী।
রত্নগর্ব ঠাকুর বলি তার নাম লিখি ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব : ঢাবিপু ১খ)

প্রশস্তি, পরিচয়, স্বপ্নাদেশ, সমাপ্তিধারা ছাড়া সমগ্র পুথিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে-কে কার নাম-পরিচয় লিখেছেন, রূপ বর্ণনা বা প্রশস্তি করেছেন তা বর্ণিত হয়েছে। এঁদের সংখ্যা প্রসঙ্গে কবি জানাচ্ছেন :

আর এক অপূর্ব কথা শোন মন দিঞা।
অষ্ট যূথেশ্বরী সঙ্গে জন্মিলা আসিঞা ॥
অষ্ট অষ্ট করি চৌষট্টি গণন।
তা সভার নাম কহি শোন ভক্তগণ ॥
(কৃষ্ণদাস, ১২১৪ ব. : ঢাবিপু ১খ)

এরপর শুরু হয়েছে আচার্যদের দ্বারা তাঁদের সখিদের নাম-পরিচয়। এমন বর্ণনার দুটি কারণ থাকতে পারে- উল্লিখিত চরিত্রসমূহ প্রত্যেকে বাস্তব চরিত্র, যাঁরা ছিলেন চৈতন্যের ভক্ত-সঙ্গী অথবা বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতির কোন গূঢ় কথা বা দেহ তত্ত্বের কথা। বৈষ্ণবধর্ম ছিল মূলত দ্বৈত সাধনার ধর্ম। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবধর্ম যখন থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তখন থেকেই নারী বৈষ্ণবসাধনার অংশ হয়ে

যায়। *স্বরূপ বর্ণনায়* যাঁদের নামের উল্লেখ আছে তাঁদের অনেকের নাম বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়, যাঁদের বাস্তব পরিচয় আছে। এঁদের মধ্যে কয়েক জন হলেন–অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীনিবাস, গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস, সার্বভৌম, গোবিন্দ, জগন্নাথ, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রাঘব, বক্রেশ্বর, রামানন্দ, শিবানন্দ, বলভদ্র, প্রতাপরুদ্র প্রমুখ। শ্রীচৈতন্য মানুষকে মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে যে ব্রজপ্রেমের প্রেমিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন (হরেকৃষ্ণ, ১৩৮২ : ৮৩) এঁরা ছিলেন সেই মতপথের সাধক।

কাব্যগুণ

স্বরূপ বর্ণনা পুথিটি তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও কাব্যগুণের অভাব নেই। সমগ্র কাব্য ৮+৬ মাত্রার পয়ার ছন্দে লেখা। *কথা-গাথা, বিনাশ-প্রকাশ, সখি-লিখি*–এ ধরনের অন্তমিল এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তবে ১৭ টি চরণের শেষে একইরকম অন্তমিলও প্রশ্নের উদ্রেক করে। পুথিটি বিবরণধর্মী। ভাষার সারল্য, আর পরিমিতিবোধ পাঠককে মুগ্ধ করে। *ন জায়ে ত প্রাণ* এর মতো আঞ্চলিক বাক্যরীতি ও প্রচুর আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার কাব্যটিকে গতিময়-প্রাঞ্জল করেছে। *ইথে অবিশ্বাস যার সেই মূর্খরাজ/আপনার মুণ্ডে সেই আপনে পাড়ে বাজ*-এর মতো প্রবাদ-প্রবচনের কিছু ব্যবহার আছে।

পাঠোদ্ধার পদ্ধতি

স্বরূপ বর্ণনা পুথিটি প্রথমে অণুমাত্রিক (microscopic) নিরীক্ষণপদ্ধতি অনুসারে পাঠের পর সামগ্রিক (macroscopic) নিরীক্ষণপদ্ধতির মাধ্যমে পাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে। আক্ষরিক সম্পাদনা পদ্ধতি অনুসারে মূল পুথির হুবহু রূপকে অনুসরণ করা হয়েছে। আধুনিক পাঠ নির্ধারণ কালে বর্তমান বানানরীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অবশ্য, একই সমান্তরালে পুথির পাঠ সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে দুকালের দুপাঠের পার্থক্য পাঠক সহজে উপলব্ধি করতে পারবে।

পাঠোদ্ধার

স্বরূপ বর্ণনা

পুথির পাঠ	আধুনিক পাঠ
ওঁ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণায় নম ॥	ওঁ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণায় নম ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতর্ন্যচন্দ্রায় নম ॥	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ॥	জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥	জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রোতাগণ সুন হইআ এক মোন ॥	জয় শ্রোতাগণ শোন হইয়া এক মন।
গৌরচন্দ্র অবতির্ণ অপুর্ব্ব কথন ॥	গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ অপূর্ব কথন ॥
য়দ্বৈত শ্রী নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।	অদ্বৈত শ্রী নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।

সভে মীলি আইলা জিব করিতে তারণ ॥
কলি যুগে পাপে জিব হইবে বিনাস ॥
এহি লাগী কৃষ্ণ সঙ্গে হইলা প্রকাস ॥
আপনে আইলা কৃষ্ণ তার সুন কথা ॥
সুনিতে লাগএ সুখ লিলামৃত গাথা ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজে হইলা অবতার ॥
পরম সুন্দরি রাধা সখিগণ আর ॥
তা সভাকে লইঞা কৈল বহু সুখল্যাস ॥
অবসেষ কিছু আছে করিব প্রকাস ॥
তিন বণ্ন অভিলাস নহিল পুন ॥
এহি হেতু য়বতিণ্ন ব্রেজেন্দ্র নন্দন ॥
গৌরাঙ্গির রূপ অঙ্গে করিআ ধারন ॥
তার ভাব তার কান্তি তার অঙ্গের ভূসন ॥
জেই কালে সেই তার পড়ি জায় মনে ॥
সেই তিন বস্তু য়াস্বাদয়ে স্বরূপাদি সনে ॥
আর এক য়পুর্ব্ব কথা সুন মন দিঞা
অষ্ট যুথেস্বরি সঙ্গে জর্ন্মিলা আসিঞা ॥
অষ্ট অষ্ট করি চৌসট্টি গণণ
তা সভার নাম কহি সুন ভক্তগণ ॥
অনন্ত নিগুড় কথা সুন সর্ব্বজনে।
বিস্তারিঞা কহি ইহা রাখীয় গোপনে ॥
ললিতার যূথ রত্নরেখা সখি নাম।
শ্রী আচার্য্য রত্নবলি লিখি সাধক নাম ॥
রতিকলা নাম হয় আর এক সখি।
রত্নগর্ভ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি ॥
ত্রিতিয়ে সুভদ্রা বলি তার সঙ্গে সখি।
শ্রী চন্দ্র সেখরাচার্য্য তার নাম লীখি ॥
আর এক সখি তার ধনিষ্টা আখ্যান।
দামদর পণ্ডিত বলি জানীবে আখ্যান।
য়পুর্ব্ব কহিএ সুন সখি কলহংসী।
কৃষ্ণদাস নাম ইহা তাহারে প্রসংসী ॥
কলাবতি কলিত রূপে নাম কলাপিনি।
কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর নাম তাহারে বাখানী ॥
সুভদ্র রেখিকা ণাম পরম নিগুড়।
তাহার স্বরূপ লিখী গোন্দ গরূঢ়।
আর এক সখি তার নাম সসিমুখি ॥
শ্রী মকুন্দ দত্ত বলি তার খ্যাতি নাম লিখি ॥*॥৮॥
মাধবি মাধবাচার্য্য জাহার আখ্যান ॥
তাহার সঙ্গিনি কহি নাম জে মালতি।
নিলাম্বর চক্রবর্ত্তি তার হইলা খ্যাতি ॥
চন্দ্ররেখা আর সখি লিখিএ বিস্তার।
রামচন্দ্র দত্ত খ্যাতি জানিবে নির্দ্দার

সবে মিলি আইলা জীব করিতে তারণ ॥
কলিযুগে পাপে জীব হইবে বিনাশ।
এহি লাগি কৃষ্ণ সঙ্গে হইলা প্রকাশ ॥
আপনে আইলা কৃষ্ণ তার শোন কথা।
শুনিতে লাগয়ে সুখ লীলামৃত গাথা ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজে হইলা অবতার।
পরম সুন্দরী রাধা সখিগণ আর ॥
তা সভাকে লইয়া কৈল বহু সুখোল্লাস।
অবশেষ কিছু আছে করিব প্রকাশ ॥
তিন বর্ণ অভিলাষ নহিল পুন।
এহি হেতু অবতীর্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
গৌরাঙ্গীর রূপ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
তার ভাব তার কান্তি তার অঙ্গের ভূষণ ॥
যেই কালে সেই তার পড়ি যায় মনে।
সেই তিন বস্তু আস্বাদয়ে স্বরূপাদি সনে ॥
আর এক অপূর্ব কথা শোন মন দিয়া
অষ্ট যুথেশ্বরী সঙ্গে জন্মিলা আসিয়া ॥
অষ্ট অষ্ট করি চৌষট্টি গণন।
তা সভার নাম কহি শোন ভক্তগণ ॥
অনন্ত নিগূঢ় কথা শোন সর্বজনে।
বিস্তারিয়া কহি ইহা রাখিও গোপনে ॥
ললিতার যূথ রত্নরেখা সখি নাম।
শ্রী আচার্য রত্নবলি লিখি সাধক নাম ॥
রতিকলা নাম হয় আর এক সখি।
রত্নগর্ভ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি ॥
তৃতীয়ে সুভদ্রা বলি তার সঙ্গে সখি।
শ্রী চন্দ্রসেখরাচার্য তার নাম লিখি ॥
আর এক সখি তার ধনিষ্টা আখ্যান।
দামোদর পণ্ডিত বলি জানিবে আখ্যান ॥
অপূর্ব কহিয়ে শোন সখি কলহংসী।
কৃষ্ণদাস নাম ইহা তাহারে প্রশংসী ॥
কলাবতী কলিত রূপে নাম কলাপিনি।
কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর নাম তাহারে বাখানি ॥
সুভদ্ররেখিকা নাম পরম নিগূঢ় ॥
তাহার স্বরূপ লিখি গোন্দ গরূঢ় ॥
আর এক সখি তার নাম শশীমুখি।
শ্রী মুকুন্দ দত্ত বলি তার খ্যাতি নাম লিখি ॥
মাধবী মাধবাচার্য যাহার আখ্যান।
তাহার সঙ্গিনী কহি নাম যে মালতি। ।
নীলাম্বর চক্রবর্তী তার হইলা খ্যাতি।
চন্দ্ররেখা আর সখি লিখিএ বিস্তার।
রামচন্দ্র দত্ত খ্যাতি জানিবে নির্ধার ॥

সুনহ চতুর্থে সখি নাম জে কুঞ্জরি।
বাসুদেব দত্ত তেঁহোকহিল বিচারি ॥
হরিনি বলিঞা এক সখি তার নাম ॥*॥
নন্দন য়াচার্য্য বলি তাহার নাম আখ্যান ॥
চপলা বলিয়া অপুর্ব্ব আর সখি ॥
সঙ্কর ঠাকুর বলি তাহার নাম লিখি ॥
আর এক সখি হএ নাম জে সুবলি।
সুদর্য্যন ঠাকুর তেঁহো পরম মাধুরি ॥
চির্ক্কন সেবন দেহ নাম সুবনিতী ॥
তাহার স্বরূ লিখি সুবুর্দ্ধি মিশ্র খ্যাতি ॥৮॥
এবে লিখি সুচিত্রার জত সখিগন ॥ ॥
অপুর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
অতি সুক্ষ বেস রসালিকা সখি ॥
শ্রী রাম পণ্ডিত বলি তার খ্যাতি লিখি ॥
পরাএ তিলক সেই নাম তিলকিনি ॥
জগন্নাথ দাস সেই লিখিল বাখানি ॥
সৌরসেনি নাম তার সঙ্গে সখি ॥
জগদিস নাম খ্যাতি তাহার এবে লিখি ॥
পরাএ সুগন্ধি তিলক সুগন্ধিকা সখি ॥
সদাসিব কবিরাজ তার নাম লিখি ॥
কামিনা বলিয়া সখি য়ার এক তার ॥
রাএ মুকুন্দ বলি লিখিল তাহার ॥
কামনাগরি সখি কহিএ আখ্যান ॥
মুকুন্দানন্দ বলি তার স্বরূপ বাখান ॥
নাগরি বলিঞা সখি অপুর্ব্ব কথন ॥
পুরান্দর মিশ্র আচার্য্য সেই করিল বর্ণ্যন
নাগরের নাগরিনিকা আর এক সখি ॥
নারায়ন বাচর্ম্পতি তার নাম লিখি ॥
চম্পক লতার যুথ জত সখিগণ।
তা সভার নাম কিছু করিএ বণ্নন ॥
কুরঙ্গি কার নাম কুরঙ্গাক্ষি সখি ॥
মকরধ্বজ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি ॥
অপুর্ব্ব চরিত্র নাম হয় সুচরিতা।
তাহার স্বরূপ দ্বিজ রঘুনাথ ক্ষাতা ॥
শ্রী বাস মণ্ডলি সেবে নাম সে কুণ্ডলি ॥
শ্রী মধু পণ্ডিত সেই হয় মহাবলি ॥
মনির কুণ্ডল গঢ়ে নাম সে কুণ্ডলি ॥
য়েরে সেই বিষ্ণুদাস নাম কুতুহলি ॥
চন্দ্রিকা সখির গুন চন্দ্র য়বতার ॥
পুরন্দর মিশ্র সেহি জানিবে নির্দ্ধার ॥
চন্দ্রলতিকা সখি কহি তার নাম ॥
গোবিন্দ আচার্য্য সেই স্বরূপ বিধান ॥

সুনহ চতুর্থে সখি নাম যে কুঞ্জরি ।
বাসুদেব দত্ত তেঁহো কহিল বিচারি ॥
হরিণী বলিয়া এক সখি তার নাম।
নন্দন আচার্য বলি তাহার নাম আখ্যান ॥
চপলা বলিয়া অপূর্ব আর সখি।
শঙ্কর ঠাকুর বলি তাহার নাম লিখি ॥
আর এক সখি হএ নাম যে সুবলি।
সুদর্শন ঠাকুর তেঁহো পরম মাধুরি ॥
চিক্কন সেবন দেহ নাম সুবনিতী।
তাহার স্বরূপ লিখি সুবুদ্ধি মিশ্র খ্যাতি ॥
এবে লিখি সুচিত্রার যত সখিগণ।
অপূর্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
অতি সূক্ষ্ম বেশ রসালিকা সখি।
শ্রী রাম পণ্ডিত বলি তার খ্যাতি লিখি ॥
পরায়ে তিলক সেই নাম তিলকিনি।
জগন্নাথ দাস সেই লিখিল বাখানি ॥
সৌরসেনী নাম তার সঙ্গে সখি।
জগদীশ নাম খ্যাতি তাহার এবে লিখি ॥
পরায়ে সুগন্ধি তিলক সুগন্ধিকা সখি ॥
সদাসিব কবিরাজ তার নাম লিখি।
কামিনী বলিয়া সখি আর এক তার ॥
রায় মুকুন্দ বলি লিখিল তাহার।
কামনাগরী সখি কহিএ আখ্যান ॥
মুকুন্দানন্দ বলি তার স্বরূপ বাখান।
নাগরি বলিয়া সখি অপূর্ব কথন ॥
পুরান্দর মিশ্র আচার্য সেই করিল বর্ণন
নাগরের নাগরিনিকা আর এক সখি ॥
নারায়ণ বাচস্পতি তার নাম লিখি ॥
চম্পক লতার যূথ সখিগণ।
তা সভার নাম কিছু করিএ বর্ণন ॥
কুরঙ্গি কার নাম কুরঙ্গাক্ষি সখি ॥
মকরধ্বজ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি ॥
অপূর্ব চরিত্র নাম হয় সুচরিতা।
তাহার স্বরূপ দ্বিজ রঘুনাথ খ্যাতা ॥
শ্রী বাস মণ্ডলি সেবে নাম সে কুণ্ডলি।
শ্রী মধু পণ্ডিত সেই হয় মহাবলি ॥
মনির কুণ্ডল গলে নাম সে কুণ্ডলি।
এরে সেই বিষ্ণু দাস নাম কৌতূহলী ॥
চন্দ্রিকা সখির গুণ চন্দ্র অবতার।
পুরন্দর মিশ্র সেহি জানিবে নির্ধার ॥
চন্দ্রলতিকা সখি কহি তার নাম।
গোবিন্দ আচার্য সেই স্বরূপ বিধান ॥

কুরঙ্গা নাম সখি পরম মোহন ॥
পরমানন্দ গুপ্ত সেহি করিল বণ্ণন ॥
মন্দির সেবন করে সুমন্দিরা সখি ॥
বলরাম দাস ক্ষাতি তার নাম লিখি ॥৮॥*॥
রঙ্গ সুনে রঙ্গ দেবির জত সখী ॥
তা সভার নাম কিছু বিস্তারিয়া লিখি ॥
কলকণ্ঠি সখি এক কহিএ বিধান ॥
কাসিস্বর মিশ্র বলি তাহার আখ্যান ॥
সখিকে নিন্দীয়ে জে সখিকলা নাম ॥
সিখি মাহাতি সেহি জানিবে প্রমাণ ॥
মাধবি বলিঞা হয় এক সখির নাম ॥
শ্রীমনি পণ্ডিত সেহি জানিহ প্রমান ॥
ইন্দরিরা বলিঞা আর এক সখি নাম ॥
শ্রী কবিচন্দ্র ঠাকুর সেহি দেখ বির্দ্যমান ॥
কন্দর্পের প্রায়ে সোভা কন্দর্প সুন্দরি ॥
হিরন্যগর্ভ ঠাকুর সেহি কহিল বিবরি ॥
আর এক সখি হয়ে কামনাভা নাম ॥
জগন্নাথ সেন বলি লিখিল আক্ষান ॥
প্রেম মঞ্জরি বলি অপুর্ব্ব এক সখি ॥
দ্বিজ পিতাম্বর বলি তার স্বরূপ লিখি ॥
রতিমঞ্জরি বলি এক সখির নাম ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সেই জানীবে প্রমাণ ॥৮ ॥
সুদেবির যুথ মর্থে আছে জত সখি ॥
বিবরিঞা তা সভার নাম কিছু লিখি ॥
কাবেরি বলিঞা সখি কহি তার নাম ॥
রাঘব পণ্ডিত সেহি হইল আক্ষান ॥
চারুকবরী নাম আর এক সখি ॥
বৈদ্য বিষ্ণু দাস বলি তার নাম লিখী
কেস সংস্কার করেন নাম সে সুকেসি ॥
মকরধ্বজ দত্ত তাহার স্বরূপ প্রসংসি ॥
মঞ্জুকেসিকা সখি সুন তার নাম ॥
কংসারি সেন নাম কহিল বিধান ॥
গাথয়ে হিরার হার ॥ হার হিরাসখী ॥
শ্রীজিব পণ্ডিত বলী তার নাম লীখী ॥
মহা হিরায় সখী মহা লিলাএ প্রবন।
মুকুন্দ কবিরাজ সেই জানীহ লিক্ষন ॥
পরায়ে পুষ্পের হার হারকণ্ঠি নাম ॥
ছোট হরিদাশ সেই স্বরূপ আক্ষান ॥*॥
হারা বিনা সুতে গাঁথে মনহারা সখী ॥
কবিচন্দ্র বলি ক্ষাতি নাম তার লিখী ॥৮॥
তুঙ্গ বিদ্যার জত সখি কহি তার নাম ॥
অপুর্ব্ব য়মৃত নাম লিখীএ বিধান ॥

কুরঙ্গা নাম সখি পরম মোহন।
পরমানন্দ গুপ্ত সেহি করিল বর্ণন ॥
মন্দির সেবন করে সুমন্দিরা সখি।
বলরাম দাস খ্যাতি তার নাম লিখি ॥
রঙ্গ শুনে রঙ্গ দেবির যত সখি।
তা সবার নাম কিছু বিস্তারিয়া লিখি ॥
কলকণ্ঠী সখি এক কহিয়ে বিধান।
কাশীশ্বর মিশ্র বলি তার আখ্যান ॥
সখিকে নিন্দিয়ে যে সখি কলানাম।
সিখি মাহাতি সেহি জানিবে প্রমাণ ॥
মাধবী বলিয়া হয় এক সখির নাম।
শ্রীমনি পণ্ডিত সেহি জানিহ প্রমাণ ॥
ইন্দরিরা বলিয়া আর এক সখি নাম।
শ্রী কবিচন্দ্র ঠাকুর সেহি দেখ বিদ্যমান ॥
কন্দর্পের প্রায়ে শোভা কন্দর্প সুন্দরি।
হিরণ্যগর্ভ ঠাকুর সেহি কহিল বিবরি ॥
আর এক সখি হয়ে কামনাভা নাম।
জগন্নাথ সেন বলি লিখিল আখ্যান ॥
প্রেম মঞ্জরি বলি অপূর্ব এক সখি।
দ্বিজ পীতাম্বর বলি তার স্বরূপ লিখি ॥
রতিমঞ্জরি বলি এক সখির নাম।
শ্রীবাস পণ্ডিত সেই জানিবে প্রমাণ ॥
সুদেবির যূথ মর্তে আছে যত সখি।
বিবরিয়া তা সভার নাম কিছু লিখি ॥
কাবেরী বলিয়া সখি কহি তার নাম।
রাঘব পণ্ডিত সেহি হইল আখ্যান ॥
চারুকবরী নাম আর এক সখি।
বৈদ্য বিষ্ণু দাস বলি তার নাম লিখি ॥
কেশ সংস্কার করেন নাম সে সুকেশি।
মকরধ্বজ দত্ত তাহার স্বরূপ প্রশংসী ॥
মঞ্জুকেশিকা সখি শোন তার নাম।
কংসারী সেন নাম কহিল বিধান ॥
গাঁথয়ে হিরার হার হার হিরাসখি।
শ্রীজীব পণ্ডিত বলি তার নাম লিখি ॥
মহা হিরায় সখি মহা লীলায়ে প্রবন।
মুকুন্দ কবিরাজ সেই জানিহ লিক্ষন ॥
পরায়ে পুষ্পের হার হারকণ্ঠি নাম।
ছোট হরিদাস সেই স্বরূপ আখ্যান ॥
হারা বিনা সুতে গাঁথে মনহারা সখি।
কবিচন্দ্র বলি খ্যাতি নাম তার লিখি ॥
তুঙ্গ বিদ্যার জত সখি কহি তার নাম।
অপূর্ব অমৃত নাম লিখিয়ে বিধান ॥

মঞ্জুমেধা এক সখী সুন তার নাম ॥
মকরধ্বজ ক্ষাতী জানীহ প্রমান ॥
সুমর বাক্য কহে সুমরা সখী ॥
বিদ্যা বাচস্পতি বলি তার ক্ষাতি লিখি ॥
সুমধ্যা বলিয়া নাম আর এক সখী*
গোবিন্দ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি ॥
মধুরেক্ষনা সখি তার কহি কথা ॥
কবিকণ্নপুর সেহি জানীহ সর্ব্বথা ॥
তনুক্ষিন তনুমধ্যা আর সখির নাম ॥
শ্রীকান্ত ঠাকুর সেই লিখিল বিধান ॥
মধুস্যান্দা বলী তার সখী এক নাম ॥
শ্রীমধু পণ্ডিত সেই কহিল বিধান ॥
গুনে য়তি সুপণ্ডিত গুণচুড়া নাম ॥
প্রবধানন্দ স্বরেস্বতি সেই প্রমান ॥
বরাঙ্গদা এক সখি তার কহি নাম ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহার আক্ষান ॥৮॥*।
ইন্দুরেখার জত সখি কহি তার নাম ॥
অপুর্ব্ব অমৃত কথা কহিএ বিধান ॥
তুঙ্গ ভদ্রা এক সখি সুন কহি নাম ॥
পরমানন্দ গোপ্ত সেই লিখিল বিধান ॥
রসাতুঙ্গা বলি সখি আর এক নাম ॥
শ্রীবল্লভ ক্ষাতি নাম লিখীল বিধান ॥
তুঙ্গবাটি এক সখি অপুর্ব্ব কথন ॥
জগদিস বলি তারে করিল বণ্নন ॥
সুমঙ্গা নাম সখী কহি তার কথা ॥
কামালী দাস নাম জানিবে সর্ব্বথা ॥
চিত্ররেখা এক সখী করিএ বণ্নন ॥
শ্রীকর পণ্ডিত সেই জানিবে বিবরণ ॥
মোনহর অঙ্গ সোভা বিচিত্রাঙ্গি সখি ॥
শ্রীনাথ মিশ্র বলি তার নাম লিখি ॥
মদনি বলিএা এক সখী তার নাম ॥
আচার্য্য লক্ষণ বলি তাহার আর্খ্যান ॥
মদন লালসা বলি এক সখির নাম ॥
পুরুর্ত্তম পণ্ডিত সেই জানিহ প্রমাণ ॥৮॥*॥
এইত কহিল জত যুথ নিরপণ ॥
সেষে যুথে স্বরির কথা করিব বণ্নন ॥
শ্রীচৈতর্ন্য নিত্যানন্দ আর ভর্ক্তগণ ॥
এক এক করি সভার নাম কর ॥
সুণ শ্রোতাগণ মনে না করিহ রোস ॥
স্বরূপ লিখিতে কিছু না লইবে দৌস ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে সভে হইলা য়বতার ॥
তাঁ সভার নাম কিছু করিব বিস্তার ॥

মঞ্জুমেধা এক সখি শোন তার নাম।
মকরধ্বজ খ্যাতি জানিহ প্রমাণ ॥
সুমর বাক্য কহে সুমরা সখি।
বিদ্যা বাচস্পতি বলি তার খ্যাতি লিখি ॥
সুমধ্যা বলিয়া নাম আর এক সখি।
গোবিন্দ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি ॥
মধুরেক্ষণা সখি তার কহি কথা।
কবিকর্ণপুর সেহি জানিহ সর্বথা ॥
তনুক্ষীণ তনুমধ্যা আর সখির নাম।
শ্রীকান্ত ঠাকুর সেই লিখিল বিধান ॥
মধুস্যান্দা বলি তার সখি এক নাম।
শ্রীমধু পণ্ডিত সেই কহিল বিধান ॥
গুণে অতি সুপণ্ডিত গুণচূড়া নাম।
প্রবোধানন্দ সরস্বতী সেই প্রমাণ ॥
বরাঙ্গদা এক সখি তার কহি নাম।
বলভদ্র ভট্টাচার্য তাহার আখ্যান ॥
ইন্দুরেখার যত সখি কহি তার নাম।
অপূর্ব অমৃত কথা কহিএ বিধান ॥
তুঙ্গ ভদ্রা এক সখি শোন কহি নাম।
পরমানন্দ গুপ্ত সেই লিখিল বিধান ॥
রসাতুঙ্গা বলি সখি আর এক নাম।
শ্রীবল্লভ খ্যাতি নাম লিখিল বিধান ॥
তুঙ্গবাটি এক সখি অপূর্ব কথন।
জগদীশ বলি তারে করিল বর্ণন ॥
সুমঙ্গা নাম সখী কহি তার কথা।
কামালী দাস নাম জানিবে সর্বথা ॥
চিত্ররেখা এক সখি করিয়ে বর্ণন।
শ্রীকর পণ্ডিত সেই জানিবে বিবরণ ॥
মনোহর অঙ্গ শোভা বিচিত্রাঙ্গি সখি।
শ্রীনাথ মিশ্র বলি তার নাম লিখি ॥
মদনি বলিয়া এক সখি তার নাম।
আচার্য লক্ষণ বলি তাহার আখ্যান ॥
মদন লালসা বলি এক সখির নাম।
পুরূত্তম পণ্ডিত সেই জানিহ প্রমাণ ॥
এইত কহিল যত যূথ নিরূপণ।
শেষে যূথে শরীর কথা করিব বর্ণন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।
এক এক করি সভার নাম কর ॥
শোন শ্রোতাগণ মনে না করিহ রোষ।
স্বরূপ লিখিতে কিছু না লইবে দোষ ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে সভে হইলা অবতার।
তাঁ সভার নাম কিছু করিব বিস্তার ॥

এ সকল কথা হয়ে পরম গম্ভির ॥
ইহাতে বিস্বাস জার সেই ভক্ত ধির ॥
ইথে য়বিস্বাস জার সেই মুর্খরাজ ॥
আপনার মুণ্ডে সেই আপনে পাড়ে বাজ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আস ॥
শ্রীচৈতর্ন্য স্বরূপ বণ্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥*॥
যয় যয় শ্রোতাগণ সুন হইআ উল্লাস ॥
সর্ব্ব পারিসাদ সেঙ্গে গৌরাঙ্গ বিলাশ ॥*॥
তা সভার স্বরূপ কহি সুন সাবধান ॥
সখা সখি মাতা পিতা আর ভক্তগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতর্ন্য রূপ বলরাম নিত্যানন্দ ॥
অদ্বৈত শ্রী সদাসির আর ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জগন্নাথ মিশ্র সচি ঠাকুরানি ॥
আপনে শ্রী নন্দ ঘোস তাহার গৃহিনি ॥
তবে কহি বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষি ঠাকুরানি ॥
রুর্ক্মিনী সত্যভামা আসী জন্মিলা আপুনি ॥
পর্দ্যাবতি ঠাকুরানি হাড়াই পণ্ডিত ॥
বসুদেব দৈবকি দোহে জীনি বা নিস্চিত ॥*।
রেবতি বারনি জেঁহো পুর্ব্ব য়বতারে ॥
জাগ্নহ্নবি তেহো জানীবে নিস্বনে ॥
কৈলাস সীখরে বাস জেই আর্দ্যা সক্তি ॥
সিতা বন্দে কাল সয়ে হয় সেই মুক্তি ॥
কৃষ্ণ প্রিয়া শ্রী রাধা শ্রী বৃন্দাবনে বাস ॥
আপনে সেই মুক্তি হএন শ্রী গদাধর দাস ॥৯॥
ললিতা বলিয়া এক শ্রী রাধীকার সখি ॥
স্বরূপ দামোদর আক্ষান তার এই লীখি ॥
বিসাখা সখী কৃষ্ণ লিলার স্বাহায় ॥
সেই বস্তু অবতিণ্ন রামানন্দ রায় ॥
সুচিত্রা বলিঞা পুর্ব্ব অবতারে সখি ॥
সেন সিবানন্দ বলি তার নাম লিখি ॥
সুদেবিকা নাম সখি পরম সন্তোশ ॥...॥
সেই রূপ কহি শ্রী বাসুদেব ঘোস ॥
তুঙ্গ বির্দ্যা য়ঙ্গ শোভা পরম মোহন ॥
শ্রী মাধব ঘোশ সেই কহিল বন্নন ॥
ইন্দুরেখা সখি ক্ষাতি পরম আনন্দ
তাহার স্বরূপ লিখি শ্রী গোবিন্দানন্দ ॥
চম্পক লতিকা বলি নাম ছিল জার ॥
বসু রামানন্দ বলী নাম হইল তার ॥
রঙ্গ স্থলে বঙ্গ দেবি কহি এক সখি
শ্রী গোবিন্দ ঘোশ বলি তার নাম লিখি ॥
শ্রীরূপ মঞ্জিরি বলি ছিলা বৃন্দাবনে ॥
শ্রী রূপ গোস্বামী বলি জানিবে বিধানে ॥

এ সকল কথা হয় পরম গম্ভীর।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভক্ত ধীর ॥
ইথে অবিশ্বাস যার সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সেই আপনে পাড়ে বাজ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
শ্রীচৈতন্য স্বরূপ বর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ শোন হইআ উল্লাস।
সর্বোপরি সাধ সঙ্গে গৌরাঙ্গ বিলাস ॥
তা সভার স্বরূপ কহি শোন সাবধান।
সখা সখি মাতা পিতা আর ভক্তগণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ বলরাম নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রী সদাসিব আর ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জগন্নাথ মিশ্র শচী ঠাকুরানী।
আপনে শ্রী নন্দ ঘোষ তাহার গৃহিণী ॥
তবে কহি বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ঠাকুরানী।
রুক্মিণী সত্যভামা আসি জন্মিলা আপুনি ॥
পদ্মাবতী ঠাকুরানি হাড়াই পণ্ডিত।
বাসুদেব দৈবকি দোহে যিনি বা নিশ্চিত ॥
রেবতি বারনি যেঁহো পূর্ব অবতারে।
জাহ্নবী তেহো জানিবে নিস্বনে ॥
কৈলাস শিখরে বাস যেই আদ্যা শক্তি।
সিতা বন্দে কাল সয়ে হয় সেই মুক্তি ॥
কৃষ্ণ প্রিয়া শ্রী রাধা শ্রী বৃন্দাবনে বাস।
আপনে সেই মুক্তি হয়েন শ্রী গদাধর দাস ॥
ললিতা বলিয়া এক শ্রী রাধিকার সখি।
স্বরূপ দামোদর আখ্যান তার এই লিখি ॥
বিসাখা সখি কৃষ্ণ লীলার সহায়।
সেই বস্তু অবতীর্ণ রামানন্দ রায় ॥
সুচিত্রা বলিয়া পূর্ব অবতারে সখি।
সেন শিবানন্দ বলি তার নাম লিখি ॥
সুদেবিকা নাম সখি পরম সন্তোষ।
সেই রূপ কহি শ্রী বাসুদেব ঘোস ॥
তুঙ্গ বিদ্যা অঙ্গ শোভা পরম মোহন।
শ্রী মাধব ঘোষ সেই কহিল বর্ণন ॥
ইন্দুরেখা সখি খ্যাতি পরম আনন্দ।
তাহার স্বরূপ লিখি শ্রী গোবিন্দানন্দ ॥
চম্পক লতিকা বলি নাম ছিল যার।
বসু রামানন্দ বলি নাম হইল তার ॥
রঙ্গ স্থলে রঙ্গ দেবি কহি এক সখি।
শ্রী গোবিন্দ ঘোষ বলি তার নাম লিখি ॥
শ্রীরূপ মঞ্জুরী বলি ছিলা বৃন্দাবনে।
শ্রী রূপ গোস্বামী বলি জানিবে বিধানে ॥

লবঙ্গ মঞ্জরি বলি ক্ষাতি জার নাম ॥
সোনাতন গোস্বামী সেই কহিল আক্ষান ॥
শ্রীরতি মঞ্জরি বলি পুর্ব্ব য়বতারে ॥
শ্রী রঘুনাথ দাস বলি জানিবে তাহারে ॥
শ্রীরস মঞ্জুরি বলি পুর্ব্ব অবতারে ॥
শ্রী রঘুনাথ ভক্ত সেই কহিল আক্ষান ॥
গুণমঞ্জুরি বলি পুর্ব্ব অবতারে ॥
শ্রী গোপাল ভক্ত বলি জানিবে তাহারে ॥
মঞ্জুল শ্রী মঞ্জুলালী এক সখির নাম ॥
শ্রী লোকনাথ গোস্বামী বলি তাহার আক্ষান ॥
অপুর্ব্ব সে নাম এক শ্রী বিলাস মঞ্জরি ॥
শ্রীজিব গোস্বামী নাম তাহার মাধুরি ॥
তা সভার সঙ্গে আর হয় নর্ম্ম সখি ॥
তাহার কহিব নাম পস্চাৎ প্রকাসি ॥
পুর্ব্ব য়বতারে জত জত সখীগন ॥
তাহা সভাকার কহি স্বরূপ বর্ন্নন ॥
প্রিয় সখা সৃদাম ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
ঠাকুর শ্রী য়ভিরাম গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
সুদাম বলিয়া সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
ঠাকুর সুন্দরানন্দ গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
বসুদাম বলি সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
ধনঞ্জয়ে পণ্ডিত তেঁহো গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
মহাবল বলি সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
কমলাকর প্রিপিলাই গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
স্তোক কৃষ্ণ বলি সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
পুরুষোর্ত্তম দাস এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
সুবাহু বলিয়া সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
গৌরিদাস পণ্ডিত সেই গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
কিঙ্কিনি বলিআ সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
কাসিস্বর গোস্বামি নাম গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
য়র্জুন বলিএগ্রা সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
মহেস্বর পণ্ডিত এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
গান্দর্ব্বা বলিআ সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
মুকুন্দ ঠাকুর নাম গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
শ্রী মধুবতি আন সখি শ্রী রাধিকার সঙ্গে ॥
শ্রী নরহরি সরকার গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
কোকিল বলিআ সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে ॥
বক্রেস্বর পণ্ডিত তেঁহো গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
শ্রী রঘুনন্দন নাম কৃষ্ণচৈতন্য দিন জার ॥
কন্দর্প্প কৃষ্ণর পুত্র হইলা য়বতার ॥
পণ্ডিত শ্রী গদাধর পরম বিদ্যান ॥
লক্ষি ঠাকুরানি বলি তাহার আক্ষান ॥

লবঙ্গ মঞ্জরি বলি খ্যাতি যার নাম।
সনাতন গোস্বামী সেই কহিল আখ্যান ॥
শ্রীরতি মঞ্জুরী বলি পূর্ব অবতারে।
শ্রী রঘুনাথ দাস বলি জানিবে তাহারে ॥
শ্রীরস মঞ্জুরি বলি পুর্ব্ব অবতারে।
শ্রী রঘুনাথ ভক্ত সেই কহিল আখ্যান ॥
গুণমঞ্জুরী বলি পূর্ব অবতারে।
শ্রী গোপাল ভক্ত বলি জানিবে তাহারে ॥
মঞ্জুল শ্রী মঞ্জুলালী এক সখির নাম।
শ্রী লোকনাথ গোস্বামী বলি তাহার আখ্যান ॥
অপূর্ব সে নাম এক শ্রী বিলাস মঞ্জুরী।
শ্রীজীব গোস্বামী নাম তাহার মাধুরি ॥
তা সভার সঙ্গে আর হয় নর্ম সখি।
তাহার কহিব নাম পশ্চাৎ প্রকাশি ॥
পূর্ব অবতারে যত যত সখিগণ।
তাহা সভাকার কহি স্বরূপ বর্ণন ॥
প্রিয় সখা শ্রীদাম ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
ঠাকুর শ্রী অভিরাম গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
সুদাম বলিয়া সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
ঠাকুর সুন্দরানন্দ গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
বসুদাম বলি সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
ধনঞ্জয়ে পণ্ডিত তেঁহো গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
মহাবল বলি সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
কমলাকর প্রিপিলাই গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
স্তোক কৃষ্ণ বলি সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
পুরুষোত্তম দাস এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে।
সুবাহু বলিয়া সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
গৌরীদাস পণ্ডিত সেই গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
কিঙ্কিনী বলিয়া সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
কাশীশ্বর গোস্বামি নাম গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
অর্জুন বলিয়া সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
মহেস্বর পণ্ডিত এবে গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
গান্ধর্ব্বী বলিয়া সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
মুকুন্দ ঠাকুর নাম গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
শ্রী মধুবতি আন সখি শ্রী রাধিকার সঙ্গে।
শ্রী নরহরি সরকার গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
কোকিল বলিআ সখা ছিলা কৃষ্ণ সঙ্গে।
বক্রেস্বর পণ্ডিত তেঁহো গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
শ্রী রঘুনন্দন নাম কৃষ্ণচৈতন্য দিন যার।
কন্দর্প কৃষ্ণর পুত্র হইলা অবতার ॥
পণ্ডিত শ্রী গদাধর পরম বিদ্যান।
লক্ষ্মী ঠাকুরানি বলি তাহার আখ্যান ॥

ঠাকুর প্রহ্লাদ ভক্ত পুর্ব্ব ছিল জেই ॥
ঠাকুর সারঙ্গ বলি নাম হইল সেই ॥
সুকদেব গোসাঞি বলি পুর্ব্ব সাস্ত্রে মানে
বিদ্যানিধি নাম হইল গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
নারনি সুত নাম বৃন্দাবন দাষ ॥
পুর্ব্ব সাস্ত্রে লিখিল জারে বেদব্যাস ॥
শ্রী বাসু পণ্ডিত ক্ষাতি নাম জাহারে ॥
নারদ ঠাকুর নাম জানিবে তাহারে ॥
সাস্ত্র যুক্ত কহে ব্রহ্মা এক মহাসয়ে ॥
হরিদাস ঠাকুর তেহো জানিবা নিস্চএ ॥
জাহার অপুর্ব্ব নাম হয়ে বৃহস্পতি ॥
সার্ব্বভোম ভট্টাচার্য্য নাম হইল ক্ষাতি ॥
নাম শ্রী প্রতাপ রুদ্র ইন্দ্রের শোমান ॥
ইন্দ্রালয় অধিকারি জাহার প্রমান ॥
পুর্ব্বে গর্গ মনি বলি জাহার ছিল ক্ষাতি ॥
এবে শেই বস্তুকে বল ভারথি ॥
রাগ মঞ্জরি বলি জাহারে কহয় ॥
সেই সে ঈস্বর হরি জানিয় নিস্চয় ॥
জগ মাঝে নাম শ্রী জগদানন্দ পণ্ডিত ॥
সরেস্বতি বলি জার নাম প্রতিষ্ঠিত ॥
সুন শ্রোতাগণ মনে না করিহ বোজ ॥
স্বরূপ বর্ন্নিতে কিছু না লইবা দোষ ॥
কৃপার সমুদ্র গৌর হইলা য়বতার ॥
অদ্বৈত শ্রী নিত্যানন্দ জত ভক্ত যার ॥
শ্রী রাধা কৃষ্ণ প্রেম লিলা গৌরাঙ্গ বিলাষ ॥
আপনে কহিলা যুক্তি রসের বিলাষ ॥
তবে সনাতনে কৈল সক্তি সঞ্চারণ ॥
সক্তি দিআ সঙ্গে দিলা আর ভক্তগণ ॥
রঘুনাথ ভট্ট আর শ্রী রঘুনাথ দাষ ॥
ল লোকনাথ গোসামি গোপাল ভট্ট সঙ্গে বিনাষ ॥
সভে মিলি করিলা শ্রী রাধা কুন্ডে বাস ॥
রাধা কৃষ্ণ নিত্য লিলা করিলা প্রকাষ ॥
লুপ্ত তির্থ বৃন্দাবন করিলা প্রকর্ষন ॥
রাধা কৃষ্ণ নিয়ে লিলা সদাই গায়ন ॥
পতি অধন আমী নিচ নিচাচারে ॥
প্রভু নিত্যা কৃপা করিল আমারে ॥
মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে ॥
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা কৈল তোরে ॥
শ্রী ল শ্রী রঘুনাথ ভট্ট পতিত পাবণ ॥
ভরসা হইলা চির্ত্তে লইল স্বরণ ॥
শ্রী চরণ মাধুরি আমি কিছু না জানিল ॥
তথাপি পতিত দেখি মরে ক্রপা কৈল ॥

ঠাকুর প্রহ্লাদ ভক্ত পূর্ব ছিল যেই।
ঠাকুর সারঙ্গ বলি নাম হইল সেই ॥
সুকদেব গোঁসায়ি বলি পূর্ব শাস্ত্রে মানে।
বিদ্যানিধি নাম হইল গৌরাঙ্গের সঙ্গে ॥
নারনি সুত নামে বৃন্দাবন দাস।
পূর্ব শাস্ত্রে লিখিল যারে বেদব্যাস ॥
শ্রী বাসু পণ্ডিত খ্যাতি নাম যাহারে।
নারদ ঠাকুর নাম জানিবে তাহারে ॥
শাস্ত্র যুক্ত কহে ব্রহ্মা এক মহাশয়ে।
হরিদাস ঠাকুর তেহো জানিবা নিশ্চয়ে ॥
যাহার অপূর্ব নাম হয়ে বৃহস্পতি।
সার্বভৌম ভট্টাচার্য নাম হইল খ্যাতি ॥
নাম শ্রী প্রতাপ রুদ্র ইন্দ্রের সমান।
ইন্দ্রালয় অধিকারী যাহার প্রমাণ ॥
পূর্বে গর্গ মুণি বলি যাহার ছিল খ্যাতি।
এবে সেই বস্তু কেবল ভারতী ॥
রাগ মঞ্জরি বলি যাহারে কহয়।
সেই সে ঈশ্বর হরি জানিয় নিশ্চয় ॥
জগ মাঝে নাম শ্রী জগদানন্দ পণ্ডিত।
সরস্বতী বলি যার নাম প্রতিষ্ঠিত ॥
শোন শ্রোতাগণ মনে না করিহ বোজ।
স্বরূপ বর্ণিতে কিছু না লইবা দোষ ॥
কৃপার সমুদ্র গৌর হইলা অবতার।
অদ্বৈত শ্রী নিত্যানন্দ যত ভক্ত যার ॥
শ্রী রাধা কৃষ্ণ প্রেম লীলা গৌরাঙ্গ বিলাস।
আপনে কহিলা যুক্তি রসের বিলাস ॥
তবে সনাতনে কৈল শক্তি সঞ্চারণ।
শক্তি দিয়া সঙ্গে দিলা আর ভক্তগণ ॥
রঘুনাথ ভট্ট আর শ্রী রঘুনাথ দাস।
লোকনাথ গোসামি গোপাল ভট্ট সঙ্গে বিনাস ॥
সবে মিলি করিলা শ্রী রাধাকুণ্ডে বাস।
রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ ॥
লুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবন করিলা প্রকর্ষণ।
রাধা কৃষ্ণ নিয়ে লীলা সদাই গায়ন ॥
পতি অধম আমি নিচ নিচাচারে।
প্রভু নিত্যা কৃপা করিল আমারে ॥
মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে।
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা কৈল তোরে ॥
শ্রী রঘুনাথ ভট্ট পতিত পাবণ।
ভরসা হইলা চিত্তে লইল স্মরণ ॥
শ্রী চরণ মাধুরি আমি কিছু না জানিল।
তথাপি পতিত দেখি মোরে কৃপা কৈল ॥

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সন্দুর
এই সুনি ভরসা মনে বাড়ে নিরন্তর ॥* ॥
তার গুনে লিখি তার লিলার সয়ার ॥
লিলাক্রম না জানিএ কিবা সারসার ॥
তথাপি লালসা বাড়এ অনুক্ষণ ॥
তবে রাধা কৃষ্ণ লিলা করিএ লীখন ॥*॥
একদিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাসয়ে ॥
বোলহ গোবিন্দ লিলামৃত রসময় ॥
যেমন দয়ালু কেহ নাহি ত্রিভুবনে ॥
রাধা কৃষ্ণ লিলা জানী জাহার স্বরণে ॥
য়বশেষে এই রূপ করিতে মন ॥
প্রভুর নিসেধ হৈল না কৈল বর্ন্ননঃ ॥
আমার অভার্গ্য কথাঃ ॥ সুন সর্ব্বজনঃ ॥
প্রাণ ত্যাগ নাহি হয় কহিতে কারনঃ ॥
সতে মিলি একদিন রহিয়া নিরলে ॥
গৌরাঙ্গ প্রকট কথা সুনিলাঙ কানে ॥
শ্রী গোপাল ভট্টের সির্ষ্য আচার্য্য শ্রী নিবাস ॥
তাঁর সঙ্গে করি সদা বৃন্দাবনে বাস ॥
লোকনাথ গোস্বামীর সির্ষ্য তার কহি নাম ॥
ঠাকুর শ্রী নরর্ত্তম অতি য়নুপাম ॥
আচম্বিতে আইলা সভে আচার্য্য অগ্রেতে ॥
কোথাকারে গেলা সভে না পাইনু দেখিতে ॥
তথাপিই প্রাণ মোর সরিরে রহিল ॥
সেষে পরিচ্ছেদ লীলা বর্ন্নন না হইল ॥
একদিন দুঃখে কুঞ্জে বসি তিন জন ॥
আজ্ঞা হৈল শ্রী রূপের সুনহ বচন ॥
মোর ভ্রাতষ্পুত্র হয়ে শ্রী জিব গোসাঞী ॥
গ্রন্থের অধিকার দেহ তাহারে আনাঞি ॥
শ্রী জিবেরে আনি অধিকার দিল ॥
শ্রী গোবিন্দ গোপিনাথ কৃপা কৈল ॥
প্রত্যেক সন্দর্ব্ব কৈল গ্রন্থ মহা সুর ॥
নিত্য লিলা স্থান জাতে ব্রজ রসপুর ॥
শ্রীরূপ শ্রীব্রজলিলা করিলা বিস্তর ॥
পরকিয়া মতে তাহা করিল প্রচার ॥
পুর্ব্বে জেই মত তাহা গ্রন্থে বিবরিল ॥
নিজ গ্রন্থে ষকিয়া কবি তাহা আচরিল ॥
একে দুঃখে মরি আর এসব কথন ॥
ন জায়ে ত প্রাণ মাত্র করিআ ধারণ ॥
একদিন নিবের্দন করিল তাহারে ॥
শ্রীরূপের কৃপা হৈল তাহার উপরে ॥
তিন জনে কৃপা কৈল কিছু গ্রন্থর সার ॥
গৌড় দেসে লইআ তারা করিল বিস্তর ॥

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এই শুনি ভরসা মনে বাড়ে নিরন্তর ॥
তার গুণে লিখি তার লীলার সায়র।
লীলাক্রম না জানিয়ে কিবা সারসার ॥
তথাপি লালসা বাড়য়ে অনুক্ষণ।
তবে রাধা কৃষ্ণ লীলা করিয়ে লিখন ॥
একদিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাশয়ে।
বোলহ গোবিন্দ লীলামৃত রসময় ॥
যেমন দয়ালু কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
রাধা কৃষ্ণ লীলা জানি যাহার স্মরণে ॥
অবশেষে এই রূপ করিতে মন।
প্রভুর নিষেধ হৈল না কৈল বর্ণন ॥
আমার অভাগ্য কথা শোন সর্বজন।
প্রাণ ত্যাগ নাহি হয় কহিতে কারণ ॥
শতে মিলি একদিন রহিয়া নীরবে।
গৌরাঙ্গ প্রকট কথা শুনিলাম কানে ॥
শ্রী গোপাল ভট্টের শিষ্য আচার্য শ্রী নিবাস।
তাঁর সঙ্গে করি সদা বৃন্দাবনে বাস ॥
লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য তার কহি নাম।
ঠাকুর শ্রী নরোত্তম অতি অনুপম ॥
আচম্বিতে আইলা সবে আচার্য অগ্রেতে।
কোথাকারে গেলা সবে না পাইনু দেখিতে ॥
তথাপিই প্রাণ মোর শরীরে রহিল।
শেষে পরিচ্ছেদ লীলা বর্ণন না হইল ॥
একদিন দুঃখে কুঞ্জে বসি তিন জন।
আজ্ঞা হৈল শ্রী রূপের শুনহ বচন ॥
মোর ভ্রাতুষ্পুত্র হয়ে শ্রীজীব গোঁসাই।
গ্রন্থের অধিকার দেহ তাহারে আনাই ॥
শ্রীজীবেরে আনি অধিকার দিল।
শ্রী গোবিন্দ গোপিনাথ কৃপা কৈল ॥
প্রত্যেক সন্দর্ভ কৈল গ্রন্থ মহা সুর।
নিত্য লীলা স্থান যাতে ব্রজ রসপুর ॥
শ্রীরূপ শ্রীব্রজলীলা করিলা বিস্তর।
পরকীয়া মতে তাহা করিল প্রচার ॥
পূর্বে যেই মত তাহা গ্রন্থে বিবরিল।
নিজ গ্রন্থে স্বকীয়া কবি তাহা আচরিল ॥
একে দুঃখে মরি আর এসব কথন।
ন জায়ে ত প্রাণমাত্র করিয়া ধারণ ॥
একদিন নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হৈল তাহার উপরে ॥
তিন জনে কৃপা কৈল কিছু গ্রন্থর সার।
গৌড় দেশে লইয়া তারা করিল বিস্তর ॥

তেঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে ॥
নমস্করি গৌড় দেশে করিল পয়ান ॥
শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধা কৃষ্ণ লীলা ॥
সুখে ব্রজবাসীগণ তাহা আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ।
স্বরূপ বর্ন্ননা কিছু কহে কৃষ্ণ দাশ ॥
ইতি স্বরূপ বর্ন্ননা গ্রন্থ সম্পুর্ন্ন ॥*॥৯॥

তেঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে।
নমস্করি গৌড় দেশে করিল পয়ান ॥
শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহে রাধা কৃষ্ণ লীলা।
সুখে ব্রজবাসীগণ তাহা আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপ বর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণ দাশ ॥
ইতি স্বরূপ বর্ণনা গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পুথির পাঠ

বিতারিখ ৭ চৈইত্র রোজ সনিবার দুর্গপুর মোকামে শ্রী হরে কৃষ্ণ কর্ম্মকারের বাড়ী কাচারি ঘরে বৈসা লিখিআছেন বেলা ১ এক প্রহরের সোমএ গ্রন্ত সমাপ্ত হইল ১২১৪ সাল।

আধুনিক পাঠ

বিতারিখ ৭ চৈত্র, রোজ শনিবার, দুর্গপুর মোকামে, শ্রী হরেকৃষ্ণ কর্ম্মকারের বাড়ির কাচারি ঘরে বসে লিখেছেন,

বেলা ১ এক প্রহরের সময় গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ১২১৪ সাল (বঙ্গাব্দ)।

পুথিসাহিত্য বৃহৎ অর্থে বাংলা সাহিত্যের এখন পর্যন্ত এক অনাবিষ্কৃত এলাকা। খুব সামান্য কয়টি পুথি এখন পর্যন্ত সম্পাদিত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সহিত্যের উজ্জ্বল পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে। *স্বরূপ বর্ণনা* পুথির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা সে লক্ষ্য থেকেই। যদিও এ গ্রন্থের সাহিত্য মূল্য সামান্যই। তবে এর ভাষিক-ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। পুথিটি নববৈষ্ণবধর্মের রীতি ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচারার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্যের মানবধর্ম ও প্রেমধর্মের প্রতি পাঠককে প্রাণিত করবে তেমনি দুশ বছরের বেশি সময়ের আগের বাংলা লিপি-ভাষা সম্পর্কে করবে কৌতূহলোদ্দীপক।

গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০১১)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (দ্বিতীয় খণ্ড)। তৃতীয় সংস্করণ, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি.।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০০৯)। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।* পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি.।

কৃষ্ণদাস। (১৯৮৯)। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।* সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। চতুর্থ মুদ্রণ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লি.।

কৃষ্ণদাস। (১২১৪ ব.)। *স্বরূপ বর্ণনা।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালা। পুথি সংখ্যা-১২৩৩।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত। (১৩৮১ ব.)। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ/ দর্শনে ও সাহিত্যে।* চতুর্থ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। (১৩৮২ ব.)। *শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব।* কলকাতা।

Sunil Kumar Das (1985), *Sri Ccitanya and Guru Nanak,* Rabindra Bharati University, Calutta.

Sushil Kumar De (1961), *Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal,* Calcutta.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস (প্রয়াত), অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক স্যার এর কাছে আমি পুথির হরফ চিনতে শিখেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্যার এর বারবার উৎসাহ আমার পাণ্ডুলিপি পাঠে অনুপ্রেরণার পাথেয় হয়েছে। এর বাইরেও অনেকের পরামর্শে উপকৃত হয়েছি। পাণ্ডুলিপি নিয়ে এটি আমার প্রথম কাজ। এই সুযোগে এঁদের সবার কাছে ঋণ স্বীকার করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি বিভাগ কর্তৃপক্ষ আমাকে পুথির ফটোকপি প্রদান করে ও পুথি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।